বক্রোক্তি

কোনো কথা সোজাভাবে না বলে বাঁকাভাবে বললে বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়। যেমন—

খলের আবার ছলের অভাব।

অর্থ বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়—খলের ছলের অভাব নেই। এ কথা সোজা সুজি করে না বলে ঘুরিয়ে বাঁকা ভঙ্গিতে বলা হয়েছে। একেই বক্রোক্তি অলঙ্কার বলে।

বক্রোক্তির প্রকার ভেদ :

বক্রোক্তি দু প্রকার—শ্লেষ বক্রোক্তি ও কাকু বক্রোক্তি।

Scanned with CamScanner

শ্লেষ বক্রোক্তি

বক্তা যা বলতে চায় শ্রোতা যদি অর্থ ভেদে সে অর্থ গ্রহণ না করে অন্য অর্থ গ্রহণ করে তবে শ্লেষ বক্রোক্তি অলংকার হয়।

উদাহরণ ঃ

(ক) প্রশ্ন—দ্বিজ হয়ে কেন কর বারুণী সেবন ?
উত্তর—রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন।

প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন করেছেন, দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হয়ে কেন বারুণী অর্থাৎ মদ্যপান করছেন ?

উত্তরদাতা দ্বিজ অর্থে চন্দ্র এবং বারুণী অর্থে পশ্চিম দিক অর্থ করে কথাটির জবাব ঘুরিয়ে দিয়েছেন।

প্রশ্নকর্তা যখন দেখলেন, উত্তরদাতা ব্রাহ্মণ তার প্রশ্নের অর্থকে বাঁকা ভাবে গ্রহণ করেছেন ; তখন তিনি ভাষা পরিবর্তন করে ঐ একই প্রশ্ন করেছেন—

প্রশ্ন—বিপ্র হয়ে সুরাসক্ত কেন মহাশয় ?
উত্তর—সুরে না সেবিলে বল কেবা মুক্ত হয়। —অজ্ঞাত

প্রশ্নকর্তা সুরা + আসক্ত অর্থাৎ মদ্যাসক্ত বলতে চেয়েছেন।
কিন্তু উত্তরদাতা সুর + আসক্ত অর্থাৎ দেবাসক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন।

(খ) সভাকবি। ওদের শব্দ আছে বিস্তর, কিন্তু মহারাজ অর্থের বড়ো টানাটানি।
নটরাজ। নইলে রাজদ্বারে আসবে কোন দুঃখে ? —রবীন্দ্রনাথ

সভাকবি অর্থ বলতে তাৎপর্য (meaning) বুঝিয়েছেন, কিন্তু নটরাজ অর্থ বলতে সেই অভিপ্রেত অর্থে শব্দটিকে গ্রহণ না করে অর্থ বলতে 'টাকা কড়ি' বুঝে উত্তর দিয়েছেন।

(গ) শতজীব বিদ্যারত্ন—দাশু, তুমি সিদ্ধ পুরুষ।

দাশরথি—ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যখন পাঁচালির দল করিয়াছি, তখন সিদ্ধ বই আর কি ? আপনারা আতপ, আমি আর এ জন্মে আতপ হইতে পারিলাম না।

—চন্দ্রশেখর কর

বিদ্যারত্ন মহাশয় সিদ্ধ শব্দ তপঃসিদ্ধ অর্থে প্রয়োগ করেছেন।

দাশরথি রায় সিদ্ধ অর্থে চাল সিদ্ধ করা অর্থ ধরে নিয়ে উত্তর দিয়েছেন। আতপ চাল পবিত্র রূপে পূজায় ব্যবহৃত হয়, সিদ্ধ চাল হয় না।

(ঘ) বক্তা—আপনার কপালে রাজদণ্ড আছে।

শ্রোতা—নিশ্চয়ই, আইন অমান্য ক'রে ছ মাস খেটেছি, সশস্ত্র বিপ্লবে এখন বছর কতক খাটব। —শ্যামাপদ চক্রবর্তী

রাজদণ্ড—বক্তা বলতে চাইছেন কপালে রাজা হবার সম্ভাবনা-চিহ্ন আছে।
শ্রোতা তাকে রাজদণ্ড অর্থে রাজা প্রদত্ত শাস্তি বুঝে জবাব দিয়েছেন।

Scanned with CamScanner

(ঙ) শুনতে পাই, কোনো ইউরোপীয় দার্শনিক আবিষ্কার করেছেন যে, মানব সভ্যতার তিনটি স্তর আছে। প্রথম আসে শ্রুতির যুগ, তারপর দর্শনের, তারপর বিজ্ঞানের। এ কথা যদি সত্য হয় তো আমরা, বাঙালিরা ; আর যেখানে থাকি, মধ্য যুগে নেই, আমাদের বর্তমান অবস্থা হয় সভ্যতার প্রথম অবস্থা, নয় শেষ অবস্থা। আমাদের এ যুগ যে দর্শনের যুগ নয়, তার প্রমাণ—আমরা চোখে কিছুই দেখিনে ; কিন্তু হয় সব জানি, নয় সবই শুনি। —প্রমথ চৌধুরী

ইউরোপীয় দার্শনিকরা যে অর্থে 'দর্শন' শব্দ ব্যবহার করেছেন লেখক সে অর্থে তাকে গ্রহণ না করে অন্য অর্থে (দর্শন=দেখা) গ্রহণ করেছেন।

কাকু-বক্রোক্তি

বক্রোক্তি অলংকারে যখন বক্তার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গির উপরেই বক্তব্য নেতিবাচক অর্থে বা ইতিবাচক অর্থে প্রকাশিত হয়, তখন কাকু-বক্রোক্তি অলংকার হয়। যেমন—

জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে ?

কবিতাংশে 'অমর কে কোথা কবে ?' প্রশ্নের মধ্যেই কণ্ঠস্বরের উচ্চারণ-ভঙ্গিতে তার উত্তরটিও যেন প্রকাশিত হয়েছে—'কোথাও কেউ অমর নয়।'

আবার, 'ধনী হলেই বুঝি মহৎ হয় ?' বক্তব্যটির মধ্যে কণ্ঠের ভঙ্গির উপরেই ধনী ব্যক্তির মহৎ না হওয়া স্পষ্টতর হয়।

উদাহরণ :

(ক) কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ? —মধুসূদন
প্রশ্ন—পদ্মের পাঁপড়ি কে ছেঁড়ে ?
উত্তর—কেউ ছেঁড়ে না।

(খ) রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ? —মধুসূদন
প্রশ্ন—আমি কি ভিখারী রাঘবকে ভয় পাই ?
উত্তর—পাই না।

(গ) .....দণ্ডে দণ্ডে
ক্ষীণ শিশুটিরে স্তন্য দিয়ে বাঁচাইয়ে
তোলে মাতা, সে কি তার রক্ত পান লোভে। — রবীন্দ্রনাথ

প্রশ্নের মধ্যেই জবাব নিহিত 'মাতা কখনো সন্তানের রক্তপান করার জন্য তাকে বড় করে তোলে না।'

(ঘ) বজ্রে যে জন মরে,
নব ঘনশ্যাম শোভার তারিফ সে বংশে কেবা করে ?

Scanned with CamScanner

বজ্রে দগ্ধ ব্যক্তির বংশের কে নবীন মেঘের রূপের তারিফ করে ? না কেউ করে না—এই অর্থই বোঝা যায় ।

(ঙ) পর্বত গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশ্যে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ? —মধুসূদন

সিন্ধুর উদ্দেশ্যে বহির্গত নদীর গতি কি কেউ রোধ করতে পারে ? অর্থাৎ কেউ পারে না ।

(চ) অতীতের চির অন্ত অন্ধকার
আজিও হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া ?
বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া
আজিও সে হয় নি বাহির ? —রবীন্দ্রনাথ

অতীতের অন্ধকার তোমার হৃদয় থেকে বিস্মৃতির মুক্তি পথ দিয়ে আজও কি বের হয় নি ? অর্থাৎ বিস্মৃতিতে তা মুক্তিপথ দিয়ে বিস্মৃত হয়ে গেছে ।

(ছ) স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে;
কে বাঁচিতে চায় ? —রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতা হীনতার মধ্যে কে বাঁচতে চায় ? অর্থাৎ কেউ বাঁচতে চায় না ।

(জ) ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে ? —মধুসূদন

কমল কখনো সমল সলিলে কি ফোটে ? অর্থাৎ ফোটে না ।

(ঝ) আজ শত বর্ষ পরে
এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে
কাঁপিবে না আমার পরাণ ? —রবীন্দ্রনাথ

শতবর্ষ পরে এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে আমার পরাণ কি কাঁপবে না ? অর্থাৎ কাঁপবে ।

(ঞ) ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার । —গোবিন্দ দাস

ধনুক থেকে পরিত্যক্ত বাণ কি যত্ন করে ফেরানো যায় ? অর্থাৎ যায় না ।

(ট) কে না জানে অলঙ্কারে অঙ্গনা বিলাসী ? —মধুসূদন

কে না জানে অর্থাৎ সকলেই জানে অঙ্গনা অলঙ্কারে বিলাসী ।

(ঠ) গ্রহ দোষে দোষী জনে কে নিন্দে সুন্দরি ? —মধুসূদন

গ্রহদোষে দোষী জনকে কে নিন্দা করে ? অর্থাৎ কেউ করে না ।

(ড) বিদ্যুতে কেবা মুঠিতে ধরিতে পারে ? —অজিত দত্ত

বিদ্যুতকে কে মুঠিতে ধরতে পারে ? অর্থাৎ কেউ পারে না ।

(ঢ) কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জানাতে ভালবাসে ? —জীবনানন্দ দাশ
কে বেদনা জাগাতে ভালবাসে ?
অর্থাৎ কেউ বেদনা জাগাতে ভালবাসে না ।